

ধাতু, বাচ্য ও উপসর্গ



Enlight

জিহ্মাং সূত্র
Verb

জ্ঞোয়া - জ্ঞা + জ্য
জ্ঞায়া - জ্ঞা + জ্য

০৯

শো অ্যানা

শিউর ফুল

শো অ্যানা

১৫

শিউর ফুল

ধাতুর উৎস

উৎসগত ভাবে ধাতু তিন প্রকার। যথা-

ক. বাংলা ধাতু : ক্রিয়াকে তুচ্ছার্থে (তুই-তুকারি) আদেশ করে যে মূল অর্থবোধক অংশ পাওয়া যায়, তাকে বাংলা ধাতু বলে। যেমন- (তুই) খা, যা, কর, আঁক, ডুব, দেখ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : সংস্কৃত ক্রিয়া সাধারণত যুক্তবর্ণ/ র-ফলা/ ঠ/ থ/ ধ দিয়ে হয়। এককথায় তুচ্ছার্থে আদেশ করে যদি অর্থবোধক অংশ না পাওয়া যায়, তবে তাই সংস্কৃত ধাতু। যেমন- (তুই) ক্রন্দ, গঠ, দৃশ, অঙ্ক ইত্যাদি তুচ্ছার্থে আদেশ করে পাওয়া যায় না।

দেখ- দেখ+আ

দেখ

দেখ

বাংলা মৌলিক ধাতু > সাধিত ধাতু	সংস্কৃত মৌলিক ধাতু > সাধিত ধাতু
দেখ > দেখা	দৃশ > দর্শন
কাঁদ > কাঁদা	ক্রন্দ > ক্রন্দন
খা > খাওয়া	ভূজ > ভোজন
আঁক > আঁকা	অঙ্ক > অঙ্কন
শুন > শোনা	শ্র > শ্রবণ
বাঁধ > বাঁধা	বন্ধ > বন্ধন
যা > যাওয়া	গম > গমন

দর্শন
দৃশ+আ

**তুচ্ছার্থে আদেশ করে লিখ ধাতুটির অর্থ পাওয়া গেলেও এটি মূলত সংস্কৃত ধাতু।
সূত্র : আধুনিক বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমি)

গ. বিদেশি ধাতু : প্রধানত হিন্দি ও কিছু আরবি-ফার্সি ভাষা থেকে আগত যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদের বিদেশি ধাতু বলে। যেমন-

আঁট (শক্ত করে বাঁধা)

খাট্ (মেহনত করা)

চেষ্ট (চিৎকার করা)

জম (ঘনীভূত হওয়া)

ঝুল (দোলা)

টান (আকর্ষণ করা)

টুট (ছিন্ন হওয়া)

ডর (ভয় পাওয়া)

ফির (পুরনাগমন, পুনরাবৃত্তি)

চাহ (প্রার্থনা করা)

বিগড় (নষ্ট হওয়া)

ভিজ (সিক্ত হওয়া)

ঠ্যাল (ঠেলা)

ডাক (আহ্বান করা)

লটক (ঝুলানো)

মাঙ (চাওয়া)

****হের (দেখ)** শব্দটির মূল কোন ভাষা থেকে এসেছে তা জানা যায় না। তাই একে অজ্ঞাতমূল ধাতু বলে। যেমন- একাকি রাতের স্নান জুলমাত হেরি।

****অনুকার** : অনুভূতিজাতক শব্দকে অনুকার বলে। অনুভূতিজাতক শব্দের কোনো অর্থ থাকে না, তবে ভাব প্রকাশ করে। যেমন- কনকন, টনটন, ঝামঝাম, ঘ্যানঘ্যান ইত্যাদি।

****আ** থাকবে বলতে মূল ক্রিয়া (Base form) গঠনে আ থাকা বুঝাচ্ছে। যেমন- আমি ঘুমিয়েছি। এখানে 'ঘুমিয়েছি' শব্দে আ নেই কিন্তু এর মূল ক্রিয়া ঘুমানো।

সাধিত ধাতু

(ই)

- **সাধিত ধাতু** : মৌলিক ধাতু বা নাম শব্দের সাথে 'আ' যোগ করে ধাতু গঠিত হলে তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন- বেতানো, দেখানো, পড়ানো ইত্যাদি। সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা-

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকারের সাথে 'আ' যোগ করে ক্রিয়া গঠিত হলে তাকে নাম ধাতু বলে (Noun/ adjective/ অনুকার+ আ = verb)। যেমন- বেত+ আনো = বেতানো, ধমক+ আনো = ধমকানো, বাঁকা+ আনো = বাঁকানো, কনকন+ আনো = কনকনানো, ঘুম+ আনো = ঘুমানো ইত্যাদি।

ঘুমানো, হাণ্ডামো

খ. **কর্মবাচ্যের ধাতু** : মৌলিক ^{Verb} ধাতুর সাথে 'আ' যোগ করে ক্রিয়া গঠিত হলে এবং কাজটি নিজে করা বুঝালে তাকে কর্মবাচ্যের ধাতু বলে (মৌলিক ধাতু+ আ = নিজে করা)। যেমন- চল+ আ = চলা, দেখ+ আ = দেখা, কাঁদ+ আ = কাঁদা ইত্যাদি। {অনেকের মতে কর্মবাচ্যের ধাতুর আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই}

গ. **প্রযোজক/ গিজন্ত ধাতু** : মৌলিক ধাতুর সাথে 'আ' যোগ করে ক্রিয়া গঠিত হলে এবং কাজটি অন্য কাউকে দিয়ে করানো বুঝালে তাকে কর্মবাচ্যের ধাতু বলে (মৌলিক ধাতু+ আ = অপরকে দিয়ে করানো)। যেমন- দেখানো, চালানো, কাঁদানো ইত্যাদি।

নিজে করা ও অপরকে দিয়ে করানো বলতে কী বোঝায়?

****নিজে করা :** যতক্ষণ প্রমাণিত হবে না যে কাজটি অন্য কেউ করছে বা অপরের জন্য করা হচ্ছে- ততক্ষণ তা নিজে করা অর্থাৎ কর্মবাচ্যের ধাতু বোঝাবে।

****অপরে করা :** বাক্য বা শব্দে অপরের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেই তা প্রযোজক ধাতু হবে। যেমন-
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলে কেঁটা বেটাই চোর (কর্মবাচ্যের ধাতু) {নিজে নিজে হারাচ্ছে}
যা কিছু হারাও, আমার দোষ দাও। (প্রযোজক) {অন্য কেউ হারিয়েছে বুঝাচ্ছে}
কাজটি ভালো দেখায় না (কর্মবাচ্য) {অন্য কেউ দেখাচ্ছে বলে বুঝা যাচ্ছে না}
এই কাজটি দেখিয়ে দাও (প্রযোজক) {অন্যকে কাজ দেখানোর কথা বলা হচ্ছে}

এই ক্ষেত্রে প্রযোজক (কর্মবাচ্য)

Add

সংযোজক ধাতু : দুটি অর্থবোধক শব্দ কোনো ক্রিয়া তৈরি করলে অর্থাৎ (Noun/ adjective/ অনুকার+ কন) দিয়ে ক্রিয়া তৈরি হবে। যেমন- স্বপ্ন দেখা (স্বপ্ন ও দেখা দুটোই অর্থবোধক শব্দ মিলে একটি ক্রিয়া তৈরি হয়েছে), তাড়াতাড়ি কর, যোগ কর, ভালো হও, ঘ্যানঘ্যান করা, দংশন করা ইত্যাদি।

Dream = স্বপ্ন দেখা

- নাম ধাতু = Noun/ adjective/ অনুকার+ আ = verb (ঘুমানো, কনকনানো, কলকলানো)
- সংযোজক ধাতু = Noun/ adjective/ অনুকার+ verb (কনকন করা, কলকল করা)

ଦୁଇଟି ଅମିତ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ + ଆମେ
ଦୁଇଟି ଅମିତ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ

ଆମାଙ୍କ ବାମା ଟିକ ୨୦ ଟି

ବାମା + ଆମେ

ଆମ
ଟିକ

ମାତୃକାଳିନ ଶବ୍ଦ

ମୂଳାଦା ଶବ୍ଦ Noun/Adj ନାମକ. କ୍ରିୟା ଓ
Verb ଓ. ଶବ୍ଦ.

ପ୍ରତିଷ୍ଠା — ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଉ
ଅବିଷ୍ଟ — ଅବିଷ୍ଟ ହେବ

ধাতুর গণ

ধাতুর গণ : 'গণ' শব্দের অর্থ শ্রেণি। ধাতুর গণ বলতে ধাতু বানানের ধরনকে বোঝায়। ধাতুর গণ ২০টি।

ধাতুর গণ ঠিক রাখতে হলে দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা-

ক. ধাতুটি কয় বর্ণে গঠিত?

খ. ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

কী এক দুম দুমাইছি
দুই ঠান গেছি

আদিগণ	মূল ধাতু	সাধিত ধাতু
হ	হ, ল	হওয়া, লওয়া
খা	খা, ধা, পা, যা	খাওয়া, ধাওয়া, পাওয়া, যাওয়া
দি	দি, নি	দেওয়া, নেওয়া
শু	চু, নু, ছু	চোয়ানো, নোয়ানো, ছোঁয়া
কর	কর, কম, গড়, চল	করা, কমা, গড়া, চলা
কহ	কহ, সহ, বহ	কহা, সহা, বহা
কাট	গাঁথ, বাঁধ, কাঁদ	গাঁথা, বাঁধা, কাঁদা
গাহ	চাহ, নাহ	চাওয়া, নাহানো
লিখ	জিত, ফির, চিন	জিতা, চেনা, ফেরা
উঠ	উড়, শুন, ফুট	উড়া, শোনা, ফুটা
লাফা	কাটা, ডাকা, বাজা	
নাহা	গাহা	
ফিরা	ছিটা, শিখা, বিমা	ছিটানো, শিখানো, বিমানো
ঘুরা	উঁচা, লুকা, কুড়া	লুকানো, কুড়ানো
ধোয়া	শোয়া, খোয়া, যোগা	যোগানো, খোয়ানো
দৌড়া	পৌঁছা, দৌড়া	
চট্কা	সমঝা, ধমকা, কচলা	কচলানো, ধমকানো
বিগ্ড়া	ছিটকা, সিটকা	সিটকানো
উল্টা	দুমড়া, মুচ্ড়া	মুচ্ড়ানো
ছোবলা	কোদলা, কোঁকড়া	কোঁকড়ানো

১. বাংলা ধাতুর উদাহরণ কোনটি?

ক. খাট্ + বে = খাটবে

খ. জন্ + আট = জমাট

গ. হাস্ + ই = হাসি

ঘ. বিগড়্ + আনো = বিগড়ানো

২. মৌলিক ধাতু বা নাম শব্দের পরে আ-প্রত্যয় যোগে কোন
ধাতু গঠিত হয়?

ক. যৌগিক ধাতু

খ. প্রযোজক ধাতু

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু

ঘ. সাধিত ধাতু

৩. বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে **মৌলিক ধাতু** যোগে গঠিত হয় কোন ধাতু?

ক. নামধাতু

খ. কর্মবাচ্যের ধাতু

গ. প্রযোজক ধাতু

ঘ. সংযোগমূলক ধাতু / মিশ্র ক্রিয়া

যোগ হে.

৪. 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' এ বাক্যে 'হের' কোন ধাতু?

ক. আরবি

খ. ফারসি

গ. হিন্দি

ঘ. অজ্ঞাতমূল

বাচ্য



Active
Passive

①

g

seat

under the tree.

②

g

eat

③

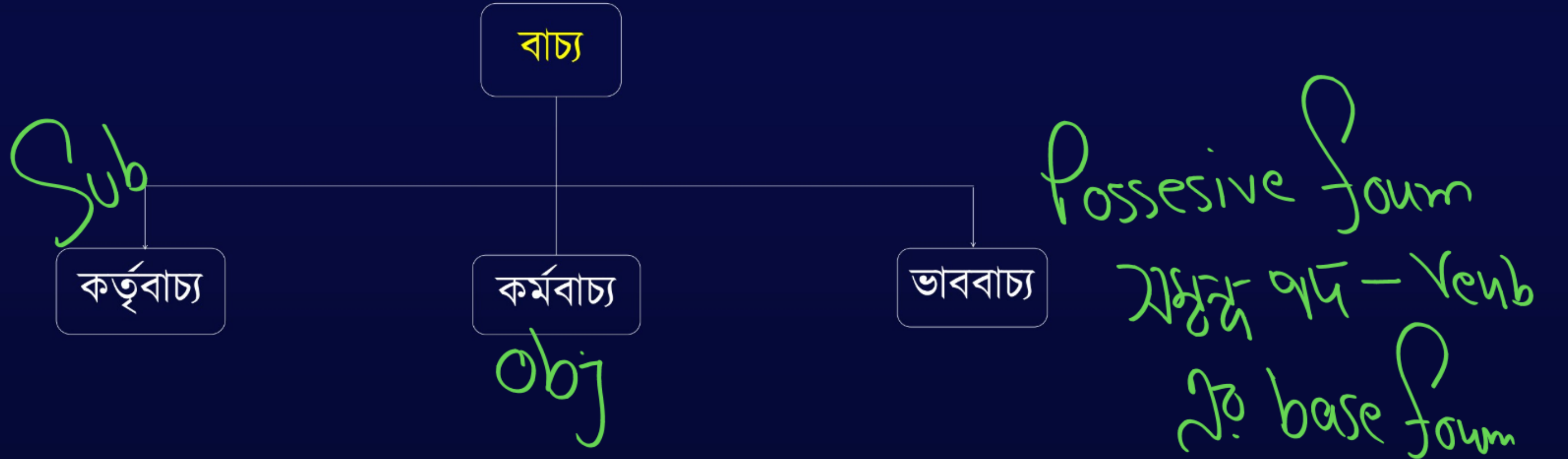
g

eat rice ✓

(Active)

বাচ্য

বাচ্য অর্থ **বক্তব্য**। ক্রিয়াপদের সাথে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি অন্য পদের সম্বন্ধজ্ঞাপক বাচনভঙ্গিকে বাচ্য বলে। বাক্যের **বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে** বাচ্য বলে।



- কর্তৃবাচ্য (Active) : কর্তা+ অকর্মক/সকর্মক+ক্রিয়া
- কর্মবাচ্য (Passive) : কর্মের অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়
- ভাববাচ্য : নাম পুরুষের ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে

কর্তা পরিবর্তন
ক্রিয়া পরিবর্তন

- কর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তা অনুসারে হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন- রফিক বই পড়ে।

কর্তৃবাচ্যে **কর্ম** থাকতেও পারে, **নাও** থাকতে পারে। তবে ক্রিয়াপদ অবশ্যই কর্তানুসারে হবে। অর্থাৎ কর্তার পরিবর্তনে ক্রিয়ার পরিবর্তন হবে।

যাও (সুখি)

সুখ দিন

জিন্দা যান
কি মায়া
সুখি যাও
আমি হাই

আজ্ঞা দিও কখন?

আমি দিও
কি দিও
সুখি দিও

- ০০১
- কর্মবাচ্য : যে বাক্যে **কর্মের** সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। কর্মবাচ্যে কর্ম অনুসারে ক্রিয়া হয়। যেমন- চোরটা ধরা পড়েছে। আমার বই পড়া হয়েছে। কর্মবাচ্যের কর্তাকে ‘অনুক্ত কর্তা’ বলা হয়।

কর্ম (object) না থাকলে কখনোই কর্মবাচ্য হবে না। বাক্যে কর্তা থাকতে পারে কিন্তু ক্রিয়াটি অবশ্যই কর্মপদ অনুসারে হবে।

Active

କ୍ରିୟାକାରୀ ସାଧନ.ତ
ଦ୍ରବ୍ୟ କାରକ

ଉ.

ଆମର ଗଳ୍ପ ଆମ
ଆତ୍ମା ଗଳ୍ପ ହେଉଛି।

Passive / (କ୍ରିୟାକାରୀ)

କ୍ରିୟା ସାଧନ.ତ
କାରକ. ଉ.

କାରକ. ଉ.
ଆମ ଗଳ୍ପ. ଉ.

ଆମର ଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପ
ଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି।
କାରକ. ଉ.

- ভাববাচ্য : যে বাচ্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যের ক্রিয়া সাধারণত নাম পুরুষের হয়। যেমন- এবার ট্রেনে ওঠা যাক। এবার মাছ ধরা হোক।
কখনো কখনো ভাববাচ্যে **কর্তা উহ্য থাকতে পারে। যেমন- কোথায় থাকা হয়? এবার পড়ালেখা করা যাক।

ভাববাচ্যে কর্ম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে ক্রিয়া অবশ্যই **নামপুরুষের** হবে। ভাববাচ্যে কর্তার পরিবর্তনে ক্রিয়ার পরিবর্তন হবে না।

ବୋଧାତ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାଂ ଅର୍ଥେଚ୍ଚେନ
 କ୍ରିୟାଂ ଅର୍ଥେଚ୍ଚେନ ଅଂଶାଂ ସାଧନଂ ଶୁଭଂ
 ଉପ୍ୟ ଶାଂ ଶାଂ

ଆମି ଆଂ
 ଆମି ଆଂ
 ଆମି ଆଂ

ଆମାଂ ଆଂ
 ଆମାଂ ଆଂ
 ଆମାଂ ଆଂ

(ଆମାଂ) ଜେମାଂ ମାଜା ଥିବ ?
(ଠି)
(ଆମାଂ)

ଜେମାଂ ମାଜା ? (ଆମାଂ)
ମାଜା
ଆମାଂ ?
ଆମାଂ

ভাববাচ্যে কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় না।
কিন্তু কর্তৃবাচ্যে কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়।

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
আমি/তুমি/সে বই পড়ি/পড়/পড়ে	আমার/তোমার/তার বই পড়া হয়
সে/তুমি/আমি বাসায় যায়/যাও/যাই	তার/তোমার/আমার বাসায় যাওয়া হয়
ঢাকায় থাকি (আমি)	ঢাকায় থাকা হয় (আমার/তোমার/তার)
কোথায় যাও? (তুমি)	কোথায় যাওয়া হয় (আমার/তোমার/তার)

কনফিউশন

০৬১

V.V.G

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে কর্ম থাকতে পারে।

ক. কর্ম উপস্থিত থেকে যদি অতীত কাল বোঝায়, তবে তা সাধারণত কর্মবাচ্য হবে। যেমন-
বই পড়া হয়েছে। ভাত খাওয়া হয়েছে।

খ. কিন্তু কর্মের উপস্থিতি থেকে যদি প্রস্তাব বা ভবিষ্যৎকাল বুঝায়, সেক্ষেত্রে ভাববাচ্য হবে।
যেমন- ডিঙি টেনে বের করতে হবে। বই পড়া উচিত।

গ. কর্ম না থাকলে কখনোই কর্মবাচ্য হবে না।

উই

Object

- **কর্মকর্ত্বাচ্য** : যে বাক্যে প্রকৃত **কর্তার উল্লেখ** না করে কর্মপদ (~~উল্লেখ~~) দ্বারা কর্তার কাজ বুঝায় তাকে কর্মকর্ত্বাচ্য বলে। সাধারণত বস্তুকে কর্তা বানানো হলে তা কর্মকর্ত্বাচ্য হয়। কারণ, বস্তু নিজে নিজে কোনো করতে পারে না, বরং কেউ বস্তুকে পরিচালনা করা।
{ **অপশনে যদি কর্মকর্ত্বাচ্য না থাকে তবে তা কর্ত্বাচ্য হবে** }। যেমন-
সাইরেন বেজে উঠল। (সাইরেন নিজে নিজে বাজে না, কেউ বাজায়)
বাঁশি বাজে। (বাঁশি নিজে নিজে বাজে না, কেউ বাজায়)
কলমটা লেখে ভালো। (কলম নিজে নিজে লিখে না)
কাজটা ভালো দেখায় না। (কাজ নিজে নিজে ভালো না, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ভালো হয়)
আযান হচ্ছে।

উই

অনুশীলন

- কোথায় থাকা হয়? (৩০)
- এই ট্রেনে চলা যায় না। (৩০)
- বাজার থেকে আম কেনা হয়েছে। (৩২)
- চাঁদ দেখা যাচ্ছে। (৩২)
- বাঁশি বাজে মধুর লগ্নে। (৩২)
- কোথা থেকে আসা হচ্ছে? (৩০)
- আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে। (৩২)
- বাবার শরীর খারাপ, শোওয়া হয়নি। (৩০)
- সে আসুক। (৩০)

■ নিচের কোনটি ভাববাচ্যের উদাহরণ?

ক. ওদের ঘুমানো হবে না খ. সে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছে
গ. ক্রিকেট খেলে মনে আনন্দ পাই ঘ. শিক্ষা মন সংস্কারমুক্ত করে (১৫)

■ এবার একটি গান করা হোক- কোন বাচ্যের উদাহরণ?

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য ✓ গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

■ কাজটা ভালো দেখায় না- কোন বাচ্যের উদাহরণ?

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

■ রোগী পথ্য সেবন করে- কোন বাচ্যের উদাহরণ?

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

■ চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি- কোন বাচ্যের উদাহরণ?

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

উপসর্গ



① ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଦ୍ରବ୍ୟ (ଜ୍ଞାନ)

② ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ରବ୍ୟ (ସୃଷ୍ଟି)

ଅର୍ଥ (ସୂଚନାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ)

ସୂଚି — ମାତ୍ର / ବିକାଶ

ସୂଚି (ମାତ୍ର)

ସୂଚି (ବିକାଶ)

ଆ - ଦିଷ୍ଟି / ବର୍ଣ୍ଣନା

ଆକରଣ (କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା)

ଆହୁତ (ଦିଷ୍ଟି ୨)

ପ୍ରଜ୍ଞା - ସାହଜ / ଆହୁତ / ସାହଜତ

ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ଵ (ସାହଜତ)

ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ଵା (ସାହଜ)

ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ଵ (ଆହୁତ)

ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ଵ

ঐক্যবিশিষ্ট উপসর্গ (মন্ডিক)

সম্মেলন মধ্য স্তরে
স্বাধীন পর্ষদ ১৯৫৩
২১০

বিশিষ্ট

বর্ষ

বি + অর্ধ + ক্রম

স্বতন্ত্র

স্বাধীন + মা + ক্রম

উপসর্গ (Prefix)

বাংলা

বাংলা উপসর্গ ২১টি। যথা-

অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়,
আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি,
পাতি, বি, ভর, স, সা, সু, হা

তৎসম

তৎসম উপসর্গ ২০টি। যথা-

প্র, পরা, অপ, অব, সম, নি, অনু,
নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি,
প্রতি, অতি, অভি, অপি, উপ, আ

বিদেশি

ফার্সি

কার, দর, না, নিম, ফি,
বদ, বে, বর, ব, কম

আরবি

আম, খাস, লা, গর

ইংরেজি

হেড, সাব, ফুল, হাফ

হিন্দি (হর)

সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বে বাংলা উপসর্গ ও তৎসম শব্দের পূর্বে তৎসম উপসর্গ যুক্ত হয়। চারটি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যথা- আ, সু, বি, নি।

একাধিক উপসর্গ বের করা

সন্ধি

একাধিক উপসর্গযুক্ত শব্দ বিশ্লেষণের জন্য সন্ধির নিয়ম খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে শব্দের বাকি অংশ অর্থবোধক হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো মনে রাখা আবশ্যিক-
 য/ য-ফলা (য) থাকলে তার পরিবর্তে ই-কার (ি) হবে। যেমন- ব্যর্থ (বি+অর্থ)।
 ব-ফলা থাকলে তার পরিবর্তে উ-কার (ু) হবে। যেমন- অন্বেষণ (অনু+ এষণ)।
 ঙ/ ঞ/ ন/ ং থাকলে তার পরিবর্তে ম হবে। যেমন- সঞ্চয় (সম+চয়), সংশয় (সম+শয়), সন্ধান (সম+ ধান)। অর্থবোধক শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ আলাদা করে ভাঙতে হবে।

শব্দ	উপসর্গ	শব্দ	উপসর্গ
ব্যধিকরণ	বি+ অধি	অভ্যুত্থান	অভি+ উৎ
ব্যতিব্যস্ত	বি+ অতি+ বি	প্রত্যাবর্তন	প্রতি+ আ
সমভিব্যাহার	সম+ অভি+ বি+ আ	সবিশেষ	স+বি
নিঃসংকোচ	নি+ সম	প্রতিসংহার	প্রতি+ সম
অভিনিবেশ	অভি+ নি	প্রত্যাশা	প্রতি+ উপ

বাংলা উপসর্গ ২১টি। যথা-

বাংলা উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দা	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	অভাব	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত মন্দ	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	ব্যতীত	অনাসৃষ্টি, অনাচার
	অশুভ	অনামুখো
		অনাবৃষ্টি, অনাদর
আ	অভাব	আধোয়া, আলুনি, আকাঁড়া
	নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা

আন	না	আনকোরা (সম্পূর্ণ নতুন)
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা
আড়	প্রায়/ আধা	আড়মোড়া, আড়পাগলা, আড়ক্ষ্যাপা
	বাঁকা	আড়চোখ, আড়নয়নে
	বিশিষ্ট	আড়কাঠি, আড়কোলা, আড়গড়া
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
ইতি	পুরোনো	ইতিকথা, ইতিহাস
উন (উনা)	কম	উনপাঁজুরে (দুর্বল), উনত্রিশ
কদ	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	কুকথা, কুঅভ্যাস, কুনজর, কুসঙ্গ
নি	নাই	নিরেট, নিলাজ, নিখুঁত, নিখোঁজ
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতিমাস্তান
বি	নাই/ নিন্দনীয়	বিপথ, বিনামা, বিভূই
ভর	পূর্ণতা	ভরসাঁঝ, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যা
রাম	বড়/ উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা
স	সঙ্গে	সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম	সুনজর, সুকান্ত, সুনাম, সুখবর
হা	অভাব	হাভাত, হাঘর, হাপিত্যেশ

- তৎসম উপসর্গ : বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তনীয়ভাবে এসেছে। সেই সাথে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন-সম্প্রসারণ করে থাকে। তৎসম উপসর্গ ২০টি। যথা-

প্র	প্রকৃষ্ট/ সম্যক	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত, প্রজ্ঞা
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রবল, প্রচার, প্রলয়, প্রকল্প, প্রকোপ
	গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
	অনুগামিতা	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
	বিশেষ	প্রশাসন, প্রচেষ্টা, প্রমাণ, প্রভাব
	সামনে	প্রগতি, প্রাথমিক
পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
		পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	অপমান, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপযশ
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	বিকৃত	অপমৃত্যু

সম	সম্যক (সম্পূর্ণ/ যোগ্য)	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
	নিশ্চয়	নিবারণ
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুতাপ, অনুজ, অনুশোচনা, অনুচর
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা
দূর	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য

অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যক	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান
নির	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রয়, নির্ধন
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
বি	বিশেষ	বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিধৃত, বিনির্মাণ
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল
	গতি	বিচরণ, বিক্ষিপ
	অপ্রকৃতস্থ	বিকার, বিপর্যয়
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি	অধিবাস, অধিগত

সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
উৎ	প্রস্তুতি	উৎফুল্ল, উৎপীড়ন, উচ্ছেদ, উত্তপ্ত
	উর্ধ্বমুখিতা	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব
	অতিক্রান্ত	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
	বিশেষ	উদ্বেল
পরি	শেষ	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	সম্যক	পরিশেষ
	চতুর্দিক	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
অতি	অতিক্রমণ	পরিক্রমণ, পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল
	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
অপি	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
	ব্যাকরণ সূত্র	অপিনিহিতি

প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিবিশ্ব
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ
	পৌনঃপুন	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিতূত
	গমন	অভিযান, অভিসার, অভিবাসী
	সম্মুখ	অভিমুখ, অভিবাদন, অভিনন্দন
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	বিশেষ	উপনয়ন, উপভোগ
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

বিদেশি উপসর্গ : আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি বিদেশি ভাষার শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। এর কিছু খাঁটি উচ্চারণে আবার কিছু বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে অনেক উপসর্গ প্রচলিত আছে। যেমন- হররোজ, বেমালুম, বেহায়া, বেকার ইত্যাদি।

ফার্সি উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
নিম	আধা	নিমারাজি, নিমখাজনা
ফি	প্রতি	ফি-হপ্তা, ফি-বছর
বে	না	বেতার, বেগতিক, বেকসুর, বেকার
দর	মধ্যস্থ/ অধীন	দরদাম, দরখাস্ত, দরপাটা, দরপত্তনী
কার	কাজ	কারখানা, কারচুপি, কারসাজি
বদ	মন্দ	বজ্জাত, বদমাশ, বদমেজাজ
না	না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নালায়েক
কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখত
বর	বাইরে/ মধ্যে	বরখাস্ত, বরবাদ, বরখেলাফ
ব	সহিত	বমাল, বকলম, বনাম

আরবি উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার, আমমানুষ
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা
লা	না	লাজওয়াব, লাপাত্তা, লাওয়ারিশ
গর	অভাব	গরমিল, গরহাজির
বাজে	বিবিধ	বাজে খরচ, বাজে জমা, বাজে কথা
খয়ের	ভালো	খয়ের খাঁ

ইংরেজি উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
হেড	প্রধান	হেডমাস্টার, হেডমৌলভি
সাব	অধীন	সাব-রেজিস্ট্রার, সাব-অফিস
ফুল	পূর্ণ	ফুলহাতা, ফুলপ্যান্ট
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট

অব্যয়/উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
আ, হা, দুর, নির, গর	অভাব	আলুনি (নুনের অভাব), নিরামিষ, গরমিল, দুর্ভিক্ষ, হাভাত
প্রতি	বিরোধ	প্রতিকূল, প্রতিবাদ
উপ, প্রতি, অনু	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, উপমন্ত্রী, অনুবাদ
উপ	ক্ষুদ্র	উপনদী, উপশহর, উপগ্রহ
প্রতি, হর, ফি, অনু	বীজ্ঞা	প্রতিদিন, হররোজ, অনুক্ষণে, ফি-বছর
উপ	সমীপে	উপকূল, উপনগরী
	সদৃশ	উপাচার্য
আ	পর্যন্ত	আপাদমস্তক, আজানুলম্বিত, আকর্ষণ
নিম, আ	ঈষৎ	আনত, আরঞ্জিম, নিমরাজি, নিমখাজনা
যথা, উৎ, অতি	অতিক্রান্ত	যথারীতি, যথাসম্মান, উচ্ছৃঙ্খল, অতিমানব
অনু	পশ্চাৎ	অনুগমন, অনুধাবন
	যোগ্যতা	অনুসন্তান, অনুদান

১. অবলম্বনের 'অব' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত?

- ক. নিম্নে
- খ. সম্যকভাবে
- গ. প্রতিকূল
- ঘ. প্রস্তুতি

২. কোনটি 'অজ' উপসর্গের যথাযথ প্রয়োগ? [সমস্থিত ৪ ব্যাংকের
সহকারী প্রোগ্রামার: ২০]

- ক. অজান্তে
- খ. অজপাড়াগাঁ
- গ. অজড়
- ঘ. অজাচিত

৩. 'আমন্ত্রিত অতিথি সমভিব্যাহারে মন্ত্রী মহোদয় মঞ্চে আরোহণ করলেন।' এ বাক্যে উপসর্গ আছে- [জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (টেক্সটাইল): ২০]

- ক. চারটি
- খ. ছয়টি
- গ. সাতটি
- ঘ. আটটি

৪. 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? [৪১তম বিসিএস]

- ক. অকাজ
- খ. আবছায়া
- গ. আলুনি
- ঘ. নিখুঁত

৫. 'আমমোক্তার' শব্দে ব্যবহৃত 'আম' কোন বিদেশি উপসর্গ? [বেপজার সহকারী

ব্যবস্থাপক: ২১]

ক. ফারসি

খ. ইংরেজি

গ. আরবি

ঘ. হিন্দি

৬. 'অনতিবৃহৎ বনে মৃগ অনুসন্ধান ও সংহার করা সাতিশয় দুঃসাধ্য কার্য।'-

বাক্যটিতে মোট উপসর্গ রয়েছে- [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ): ২১]

ক. চারটি

খ. পাঁচটি

গ. সাতটি

ঘ. আটটি

৭. 'উপসর্গ' কী? [বেসামরিক বিমান চলাচলের সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা: ২১]

ক. ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম

খ. ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়

গ. ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়সূচক শব্দাংশ

ঘ. ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দাংশ

৮. 'অনুধাবন' সমস্তপদটির 'অনু' পূর্বপদটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ
ব্যাংকের সহকারী পরিচালক: ২১]

ক. বিরোধ

খ. পশ্চাৎ

গ. অতিপ্রাপ্ত

ঘ. ঈষৎ

Thank You